বন্যায় কাঁদছে মানুষ, ছুটলেন তারকারাও

মৌ সন্ধ্যা

নদীমাতৃক বাংলাদেশের কিছু অঞ্চলে প্রায় প্রতি বছরই বন্যা হওয়ার ঝুঁকি থাকে। ছোট খাট বন্যার ক্ষতি কাটিয়েও উঠতে পারে সে অঞ্চলের মানুষ। কিন্তু ১৯৮৮ কিংবা ১৯৯৮ সালের বন্যা বাংলার মানুষের ব্যাপক ক্ষতি করে দিয়ে গেছে।

আবারও ভয়ংকর বন্যা

এবার আঘাত হানলো ২০২৪ সালের আগস্টের বন্যা। গবেষকরা বলছেন, বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চলে তিন দশকের সবচেয়ে ভয়াবহ বন্যা এটি। বিগত ৩৪ বছরে বাংলাদেশের পূর্বাঞ্চলে আঘাত হানা সবচেয়ে ভয়ংকর এই বন্যায় ৫৬ লাখ মানুষ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

১৯ আগস্ট সকাল ৯টার পর থেকে শুরু করে ২০ আগস্ট সকাল ৯টা পর্যন্ত মাত্র ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ত্রিপুরা রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে গড়ে ২০০ থেকে ৪০০ মিলিমিটার পর্যন্ত বৃষ্টিপাতের কারণে ত্রিপুরা রাজ্যের সব ড্যাম ও ব্যারাজের পানি ধারণক্ষমতা ছাড়িয়ে যায় এবং ২০ আগস্ট রাতে হঠাৎ করেই বেশির ভাগ ড্যাম ও ব্যারাজের গেট খুলে দেয় ত্রিপুরা রাজ্য কর্তৃপক্ষ। এরপর ভয়ংকর বন্যার কবলে পড়ে বাংলাদেশের ১১টি জেলা। বন্যা আক্রান্ত জেলার ১১টি জেলা হলো ফেনী, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, খাগড়াছড়ি, নোয়াখালী, মৌলভীবাজার, হবিগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, সিলেট, লক্ষীপুর ও কক্সবাজার। তলিয়ে গেছে রাস্তা-ঘাট, পুকুর ও ফসলি জমি। কিছু কিছু এলাকায় বানের পানি মানুষের ঘরের ছাদ ও টিনের চালও ডুবিয়ে দিয়েছে। দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের বিজ্ঞপ্তিতে জানা গেছে, ২ সেপ্টেম্বরের মধ্যেই বন্যায় মৃতের সংখ্যা ৬৭ জন। সবচেয়ে বেশি মারা গেছে ফেনীতে ২৬ জন। বন্যায় মৃতদের মধ্যে পুরুষ ৪২ জন, নারী ৭ জন ও শিশুর সংখ্যা ১৮। কুমিল্লায় মারা গেছেন ১৭ জন, ফেনীতে ২৬ জন, চট্টগ্রামে ৬ জন, খাগড়াছড়িতে ১ জন, নোয়াখালীতে ১১ জন, ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় ১ জন, লক্ষীপুরে ১ জন, কক্সবাজারে ৩ জন এবং মৌলভীবাজারে ১ জন। মৌলভীবাজারে নিখোঁজ আছেন ১ জন। মারা গেছে অনেক পশু পাখি ও গবাদি পশু। নষ্ট হয়েছে মাঠ ভরা ফসল।

বন্যার্তদের পাশে তারকারা

বন্যার্তদের সাহায্যে দল মত ধর্ম নির্বিশেষ এক হয়েছে সারা দেশের মানুষ। সবাই যার যার অবস্থান থেকে এগিয়ে এসেছে বন্যার্তদের সাহায্য করতে। সাধারণ মানুষের সঙ্গে শোবিজ অঙ্গনের তারকারাও এগিয়ে এসেছেন।

আইয়ুব বাচ্চু ফাউন্ডেশন

ভয়াবহ বন্যায় মানুষের পাশে থাকতে চালু করা হয়েছে আইয়ুব বাচ্চু ফাউন্ডেশন। প্রয়াত শিল্পী আইয়ুব বাচ্চুর ব্যান্ড এলআরবির ফেসবুক পেজ থেকে বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়। তারা জানিয়েছে, ‘বিভিন্ন জায়গায় পৌঁছে দেওয়া হয়েছে তাদের ফাউন্ডেশনের সহযোগিতা।

সম্মানি বন্যার্তদের দেন সালমা

কণ্ঠশিল্পী সালমা এ সময় তার রেকর্ডিং করা গানের অর্থ পুরোটাই বন্যার্তদের সাহায্যার্থে দেন। তিনি জানান, এই খারাপ পরিস্থিতি চলাকালে যতগুলো কাজ করবেন সবগুলোর পারিশ্রমিক যুক্ত হবে বিপদগ্রস্ত মানুষদের কল্যাণ তহবিলে।

নাট্য তারকাদের জোট

বন্যার্ত মানুষের পাশে দাঁড়ান জনপ্রিয় অভিনেত্রী তাসনিয়া ফারিণও। ছোটপর্দার পরিচালকের একটি দলের সঙ্গে তিনি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেন। নির্মাতাদের এ দলে ছিলেন সকাল

আহমেদ, ইমেল হক, তুহিন হোসেন, রাফাত রিংকু, রাসেল আহমেদ, মোহন আহমেদ, বিশ্বজিৎ দত্ত। নির্মাতারা সবাই মিলে বন্যার্তদের জন্য খাবার, ওষুধসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কেনাকাটা করেন।

সিয়াম দিলেন দুই মাসের আয়

বৈষম্যবিরোধী আন্দোলনে মাঠে থেকে বেশ প্রশংসা কুড়ান জনপ্রিয় অভিনেতা সিয়াম আহমেদ। এবার একই রকমভাবে বন্যার্ত মানুষের পাশেও দাঁড়ালেন তিনি। বন্যাদুর্গতদের জন্য দুই মাসের আয় দেওয়ার কথা জানান অভিনেতা। ফেসবুকে শেয়ার করা এক ভিডিওতে এ কথা জানান তিনি। মিডিয়ায় কাজ করা অন্য শিল্পীদেরও নিজ নিজ সামর্থ্য অনুযায়ী এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তিনি। সিয়ামের স্ত্রী অবন্তীও নিজের এক মাসের আয় দেওয়ার সিদ্ধান্ত জানান।

বন্যার্তদের পাশে ডিপজল

চলমান বন্যা পরিস্থিতির শুরু থেকেই সহায়তার হাত বাড়ান চলচ্চিত্রের জনপ্রিয় অভিনেতা ডিপজল। বন্যার্তদের মাঝে ত্রাণ বিতরণ কার্যক্রম চালান। কুমিল্লা ও ফেনীতে ট্রাকে করে তার টিম ত্রাণ বিতরণ করেছে। নৌকায় করে দুর্গম এলাকায় ত্রাণ বিতরণ করেছেন। ডিপজল জানিয়েছেন, যতদিন প্রয়োজন, ততদিন বন্যার্তদের পাশে থাকবেন তিনি।

মেহজাবীনের হাসি ফাউন্ডেশন

বন্যা পরিস্থিতি মোকাবিলা করতে নেতৃত্ব দিয়েছেন ছোটপর্দার জনপ্রিয় অভিনেত্রী মেহজাবীন চৌধুরী। তার নেতৃত্বে অভিনেত্রীর দাতব্য সংস্থা 'হাসি ফাউন্ডেশন'-এর সাতজনের একটি স্বেচ্ছাসেবক দল কুমিল্লায় বন্যার্তদের মধ্যে খাবার, ওরস্যালাইন, পানি, ওষুধ বিতরণ করে। মেহজাবীন বন্যার্তদের সাহায্যার্থে শুধু অর্থই অনুদান দেননি, বরং তার স্বেচ্ছাসেবক দলের নেতৃত্ব দিয়েছেন এবং তাদের প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা ও বার্তা দিয়ে সহযোগিতা করেছেন।

আরশ-তাসনুভার স্বেচ্ছাসেবীদের ক্যাম্প

অভিনেতা আরশ খান ও অভিনেত্রী তাসনুভা তিশার নেতৃত্বে আটজনের একটি দল যায় নোয়াখালীর মাইজদীতে। শিশু খাবার থেকে শুরু করে সব বয়সী মানুষের জন্য খাবার, ওষুধ নিয়ে যান। স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবীদের নিয়ে ক্যাম্প করেন। দলে দলে ভাগ হয়ে ত্রাণ নিয়ে নিজেরাই নৌকা নিয়ে গ্রামগুলোতে ত্রাণ বিতরণ করেন।

কনসার্ট করে টাকা দেন শিল্পীরা

এদিকে বন্যার্তদের জন্য ত্রাণ ও অর্থ সংগ্রহের লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজু ভাস্কর্যের সামনে আয়োজন করা হয়েছিল 'জরুরি সংযোগ' শিরোনামের কনসার্ট। এতে শিরোনামহীন, সোনার বাংলা সার্কাস, এফ মাইনর, অর্ঘদেব, কৃষ্ণকলি, সায়ানসহ ৩০টির মতো ব্যান্ড ও শিল্পী গান পরিবেশন করেন। বিনা পারিশ্রমিকে

শিল্পীরা এই কনসার্টে পারফর্ম করেন। এর সঙ্গে সংশ্লিষ্টরা জানিয়েছেন তারা সংগ্রহ করেছেন ৮ লাখেরও বেশি টাকা।

ফারুকী আহ্বান

নির্মাতা মোস্তফা সরয়ার ফারুকী তার ফেসবুকে লিখেছেন, 'বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় শক্তি মানুষের একতা। সেই আটাশির বন্যা থেকে দেখে আসছি। বিপদে আমরা একে অন্যের পাশেই থাকি। জুলাই বিপ্লবের আগে এবং পরেও আমরা দেখিয়েছি। লেটস ডু ইট অ্যাগেইন। লেটস ফোকাস অন ফেনী, কুমিল্লা, খাগড়াছড়ি। লেটস ওয়ার্ক টুগেদার।'

বুবলীর আহ্বান

বন্যাকবলিত এলাকার কিছু ছবি শেয়ার করেছেন বুবলী। সেখানে দেখা যায়, প্রবল গতিতে বন্যার পানি প্রবেশ করছে, কেউ জীবন রক্ষায় গামলায় বসিয়েছেন কোমলমতি শিশুকে। আবার কাউকে দেখা যায় গৃহপালিত পশু ও প্রাণীকে নিরাপদে সরিয়ে নিতে নৌকায় আশ্রয় নিয়েছেন। সব মিলে দুর্বিষহ চিত্র ফুটে উঠেছে। বুবলী লিখেছেন, 'নোয়াখালী, ফেনী, কুমিল্লা, লক্ষ্মীপুর, চাঁদপুরসহ বিভিন্ন জেলায় বন্যা পরিস্থিতি ভয়াবহ আকার ধারণ করছে। লাখো মানুষ এবং অবলা প্রাণীরা বিপদগ্রস্ত। যার যার সামর্থ্য অনুযায়ী বন্যার্তদের পাশে দাঁড়ানোর আহ্বান জানাচ্ছি। আল্লাহ সবাইকে হেফাজত করুন।'

অপু-পরীমণির প্রার্থনা

বন্যার্ত এলাকার একটি ছবি শেয়ার করে অপু বিশ্বাস লিখেছেন, 'সর্বশক্তিমান আল্লাহ, আমাদের দেশকে বন্যা থেকে রক্ষা করো।' একটি শিশুর ছবি পোস্ট করে ক্যাপশনে চিত্রনায়িকা পরীমণি লিখেছেন, 'আল্লাহ! কী করব আমি! বুকের ভেতর দুমড়ে-মুচড়ে যাচ্ছে। এ চোখের দিকে তাকিয়ে কি করে ঘুমাব! আল্লাহ তুমি সহায় হও। কেউ নাই আর এখন...আমি যাব। আমার সর্বোচ্চ চেষ্টা দিয়ে যা করার করব ইনশাআল্লাহ।'

স্পিটবোট নিয়ে ছুটলেন তাসরিফ

দেশের জনপ্রিয় ইনফ্লুয়েনসার ও সংগীতশিল্পী তাসরিফ খান। তাদের উদ্ধারে সাহায্য করতে উদ্ধারসামগ্রী নিয়ে ফেনী যান তিনি। সামাজিক মাধ্যমে এ খবর জানান তাসরিফ। তিনি লেখেন, 'লক্ষ্মীপুর থেকে ট্রাকে করে দুটি স্পিটবোট নিয়ে ফেনীতে বন্যায় বিপদগ্রস্ত মানুষকে রেসকিউ করতে যাচ্ছি। আল্লাহ চাইলে খুব দ্রুত পৌঁছে আমরা দুপুর থেকে রাত পর্যন্ত কয়েক শিফটে কাজ কারার চেষ্টা করব।' সেনাবাহিনী ও নৌবাহিনীর সঙ্গে যোগাযোগ রয়েছে উল্লেখ করে তাসরিফ আরো লিখেছেন, 'তাদের থেকে তথ্য নিয়ে এবং দিয়ে একসঙ্গে কাজ করার চেষ্টা করব। কার্যক্রম শুরু করে নেটওয়ার্ক পেলে আপনাদের যোগাযোগের নম্বর দেব এবং আপডেট জানাব।' বন্যার পুরো সময় ও পরবর্তী সময়েও তাসরিফ খান বেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন।

শেষকথা

বন্যার্তদের পাশে দাঁড়িয়েছেন আরও অনেক শিল্পী কলাকুশলীরা। মানুষ হিসেবেই তারা দাঁড়িয়েছেন মানুষের পাশে। অনেকে গোপনেও অর্থ দিয়ে সহযোগিতা করেছেন বন্যার্তদের। এছাড়া নাদিয়া আহমেদ, তমা মির্জা, নির্মাতা কাজল আরেফিন অমি, জিয়াউল হক পলাশ, সাদিয়া আয়মান, মনিরা আক্তার মিঠুসহ অনেক তারকা বন্যার্তদের সহায়তায় এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়েছেন। এমন আরও অনেক তারকা আছেন যারা সহযোগিতা করেছেন বন্যার্তদের। মনে পড়ছে ভূপেন হাজারিকার গানের কথা 'মানুষ মানুষের জন্যে, জীবন জীবনের জন্যে...'।